ভোরের কাগজ

তারিখ 31 DEC 2002
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

গ্রেডিং নির্ধারণে শিক্ষার্থীদেরকে গিনিপিগ বানাবেন না

আবু তাহের খান

প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায় ক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার নির্ধারণে মাত্র দুবছর আগে প্রবর্তিত পদ্ধতি নিয়ে আবারো বিভ্রান্তি ও জটিলতা য়েছে।

২০০১ সাল থেকে এসএসসি পরীক্ষার ত্রে প্রবর্তিত গ্রেডিং পদ্ধতির বিভাজনের বিষয়টি একেবারে শুরুতেই ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে। শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট অনেকেই তখন এর বেশকিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অসঙ্গতি নির্দেশ করে সেগুলো সংশোধনের পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্য ও পরিতাপের বিষয় এই যে, দীর্ঘ প্রায় ৩ বছরেও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এ ব্যাপারে কোনো সংশোধনী আনতে পারেননি। এখন ৩ বছর পর ২০০৩ সালের এসএসসি পরীক্ষার মাত্র ২ মাস বাকি থাকতে তাদের হঠাৎ খেয়াল হয়েছে যে, কাজটি পড়ে আছে। আর তাই বোধকরি শেষ মুহূর্তে নিজেদের গা বাঁচানোর জন্য এ ক্ষেত্রে তারা যা খুশি কিছু একটা দাঁড় করাতে চাচ্ছেন যাতে বলতে পারেন যে, গ্রেডিং পুনর্বিন্যাসের কাজটি আপাতত তারা সেরে ফেলেছেন। তবে তাদের তাড়াহুড়া ও আচরণগত হাবভাব থেকে এটাও বোঝা যাচ্ছে যে, কাজটি তারা করতে চাচ্ছেন একেবারেই সাময়িক ভিত্তিতে এবং পরে প্রয়োজনে তারা তা আবারো সংশোধন করবেন।

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন পদ্ধতি ও ফলাফল মূল্যায়ন প্রক্রিয়া নির্ধারণ নিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড গত বেশ কয়েক বছর ধরেই ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে। প্রথমে চালু করা হয়েছিল সমুদয় নম্বরের অভজেকটিভ প্রশ্ন পদ্ধতি ও প্রশ্ন ব্যাংকে ব্যবস্থা। পরীক্ষায় নকল বন্ধ করা এবং মূল পাঠ্যবই না পড়ে ও না বুঝে শুধু উত্তর মুখস্ত করার প্রবণতা রোধ করার লক্ষ্যে অবজেকটিভ প্রশ্ন ও প্রশ্নব্যাংক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হলেও যখন দেখা গেলো যে, পরীক্ষার ফলাফলে স্টার মার্কসের মাত্রাতিরিক্ত ছড়াছড়ি ও একেবারে পিছনের বেঞ্চের শিক্ষার্থীও অবলীলায় প্রথম শ্রেণী ও বিভিন্ন বিষয়ে লেটার মার্কস পেয়ে যাচ্ছে, তখন একান্ত বাধ্য হয়েই কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থাটির ক্ষেত্রে ব্যাপক সংশোধন ও পরিবর্তন আনেন। পরবর্তী সময়ে এসব ক্ষেত্রে আরো বেশকিছু পরিবর্তন আনা হয় এবং গত প্রায় এক দশক ধরে এসব বিষয়াদি নিয়ে এতোবেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে যে, এগুলোকে এক সঙ্গে জড়ো করলে রীতিমতো বিস্মিত হতে হয়। বস্তুত এক দশক ধরে বাংলাদেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা বলতে গেলে শিক্ষা বোর্ডসমূহের গবেষণাগারের গিনিপিগেই পরিণত হয়েছে।

তো মানুষের খুব কাছাকাছি প্রজাতির প্রাণী হিসেবে গিনিপিগের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত মানুষের জন্য কল্যাণকর অনেক কিছু আবিষ্কার করতে পারলেও বাংলাদেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদেরকে গিনিপিগ বানিয়ে তাদের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে এখানকার শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষতি ভিন্ন কি উপকার করতে পেরেছেন, তা খুঁজে বের করা সত্যি সত্যি এক কষ্টসাধ্য কাজ। তবে এ ক্ষেত্রে তারা বলতে পারেন যে, পরীক্ষা-নিরীক্ষাই যেখানে শেষ হয়নি, সেখানে ফলাফল এতো আগে পাওয়া যাবে কেমন করে? জবাবে বোর্ড কর্তৃপক্ষকে বিনীতভাবে বলি এসব উদ্দেশ্যবিহীন ও মেধাহীন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে এ পর্যন্ত বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষার্থীদের অনেক ক্ষতি আপনারা করেছেন, অতএব দয়া করে এবার থামুন। অনুগ্রহ করে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদেরকে আর আপনাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার গিনিপিগ বানাবেন না। নানা দোষত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা মিলিয়েও বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য যা যা ছিল, এসব মানহীন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে গত এক দশকে সেগুলোর অধিকাংশেও আপনারা প্রায় ধ্বংস করে এনেছেন। অতএব আর এগুলে শিক্ষার্থী ও শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষতিই করা হবে শুধু।

বর্তমান গ্রেডিং পদ্ধতির যে অসামঞ্জস্যগুলো নিয়ে এ ব্যবস্থা প্রবর্তনের একেবারে শুরুতেই প্রশ্ন ওঠেছিল এবং যেগুলোর মীমাংসা এখনো হয়নি সেসবের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়

হচ্ছে যে, 'এ' গ্রেড বলতে ৬০ থেকে ৮০ নম্বরের বিরাট ব্যবধানকেই বুঝানো হবে কিনা। আর গ্রেড পদ্ধতিতে পুনর্বিন্যাস করতে গিয়ে এখন যে বিষয়টি সামনে চলে এসেছে সেটি হচ্ছে, 'এ প্লাস' হিসেবে ন্যূনতম ৯১ নম্বরকেই নির্ধারণ করা হবে কিনা। উল্লিখিত উভয় ক্ষেত্রেই পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি রয়েছে। সে ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃপক্ষ বিষয়টি গভীরভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ও সবদিক চিন্তা করে এ বিষয়ে যেকোনো সংশোধনীমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেই পারেন। কিন্তু সেটি আসন্ন এসএসসি পরীক্ষার মাত্র দুই মাস বাকি থাকতে কেন? গত প্রায় ৩ বছর ধরে বোর্ড কর্তৃপক্ষ কোথায় ছিলেন যে, এতোবড়ো একটি পাবলিক পরীক্ষার মাত্র ২ মাস আগে এসে উক্ত পরীক্ষার মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে এর লাখ লাখ পরীক্ষার্থীকে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ও হতবাক করে দিয়ে তাদেরকে নতুন ব্যবস্থার আওতায় আনতে হবে? এ বিষয়ে ৩ বছর যদি বোর্ড কর্তৃপক্ষের গাফিলতির জন্য কেটে গিয়ে থাকে, তাহলে ২০০৩ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদেরকে চরম বিড়ম্বনা ও হতাশার হাত থেকে বাঁচানোর লক্ষ্যে না হয় আরো কয়েক মাস কেটে গেলো।

এসএসসি পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার প্রস্তুতি বস্তুত শুরু হয় নবম শ্রেণী থেকে। এ সময় রেজিস্ট্রেশনের পাশাপাশি তাদের পুরো দুবছরের তথা পুরো পরীক্ষার সিলেবাসও তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়, যে সিলেবাসের আওতায় পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন বিষয়ের আওতায় প্রশ্নের বৈশিষ্ট্যভিত্তিক নম্বর বণ্টনের বিষয়টিরও উল্লেখ থাকে। সেই সঙ্গে কি পদ্ধতিতে তাদের ফলাফলের বিভাগ বা গ্রেডিং নির্ধারিত হবে, সেটিও তাদের সেই সময়েরই জ্ঞাতব্য বিষয়। আর এই সবকিছু মিলিয়েই নবম শ্রেণী থেকেই

গ্রেডিং পদ্ধতি সংস্কারে বিলম্ব যখন ঘটেছেই, তখন এ সংস্কার কাজটি বোর্ড কর্তৃপক্ষ যেন পর্যাপ্ত যত্ন ও সতর্কতার সঙ্গেই করেন যাতে এটির প্রয়োগে হাত দিতে না দিতেই তাকে আবার সংস্কারের দাবির মুখে পড়তে না হয়। আর সে ক্ষেত্রে আরো বেশি সতর্কতা প্রয়োজন এ কারণে যে, গিনিপিগ পরীক্ষা-নিরীক্ষা অন্যান্য কোনো কোনো স্থানে হয়তো চললে চলতেও পারে; কিন্তু তাই বলে মাধ্যমিক পর্যায়ের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ওপর তা চালানো উচিত নয় কিছুতেই।

একজন এসএসসি পরীক্ষার্থী তার সার্বিক প্রস্তুতি শুরু করে এবং তার সেই সামগ্রিক প্রস্তুতির অংশ হিসেবেই সে এখন জানে যে, আগামী দুমাস পর সে যে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে যাচ্ছে, তাতে তার জন্য 'এ প্লাস' গ্রেড হচ্ছে ন্যূনতম ৮১ নম্বর, 'এ' গ্রেড হচ্ছে ৬০ থেকে ৮০ নম্বর ইত্যাদি। এখন এই মুহূর্তে বোর্ড কর্তৃপক্ষ হঠাৎ করেই যদি গ্রেডিং পদ্ধতি পরিবর্তনের ঘোষণা দেন, তাহলে সেটি তার প্রস্তুতির ওপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না কি?

গ্রেডিং পদ্ধতি সংশোধন নিয়ে শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ বর্তমানে যে প্রক্রিয়ায় এগুচ্ছেন তাতে সন্দেহ হয় যে, তাদের এ সংশোধন চিন্তা হয়তো খুবই সাময়িক ভিত্তিক এবং সে হিসেবে ধারণা করা চলে যে, এ ধরনের কোনো সংশোধনী যদি তারা সত্যি সত্যি আনেন তাহলে খুব শিগগিরই হয়তো তাদেরকে সেটিও আবার সংশোধনের জন্য উদ্যোগী হতে যেতে পারে যে, বোর্ড কর্তৃপক্ষ বর্তমানে ন্যূনতম ৯১ নম্বরকে 'এ প্লাস' গ্রেড হিসেবে নির্ধারণের চিন্তাভাবনা করছেন, যা নিয়ে ইতিমধ্যেই বিতর্ক শুরু হয়ে গেছে। ফলে অনুমান করা চলে যে, তারা যদি এ মুহূর্তে সে অনুযায়ী গ্রেড সংশোধন করেনও তাহলেও তাদেরকে ২০০৪ সালের এসএসসি পরীক্ষার আগেই আবার তা সংশোধন করতে হতে পারে।

অতএব শিক্ষাবোর্ড কর্তৃপক্ষের জন্য এ ক্ষেত্রে এই মুহূর্তের সবচেয়ে উচিত কাজ হবে ২০০৩ সালের আগে মাত্র মাস দুয়েক বাকি থাকতে গ্রেডিং পদ্ধতির ক্ষেত্রে কোনোরূপ পরিবর্তন না আনা। বিগত দুটি পরীক্ষা (২০০১ ও ২০০২ সালের) যদি বর্তমান গ্রেডিং পদ্ধতির আওতায় হতে পেরে থাকে, তাহলে অন্তত আরো একটি পরীক্ষা একই গ্রেডিং পদ্ধতির আওতায় অনুষ্ঠিত হলে তাতে এমন দোষের কিছু হবে না। বরং তাতে ২০০৩ সালের পরীক্ষার্থীরা একটি হতভম্বতা ও আকস্মিক চাপের হাত থেকে রক্ষা পাবেন। তাছাড়া এটাও খেয়াল রাখা দরকার যে, কোনো পাবলিক পরীক্ষার মাত্র দুমাস আগে পরীক্ষা বা পরীক্ষার ফলাফল মূল্যায়ন পদ্ধতি পরিবর্তনের কোনো ঘোষণা নৈতিকভাবেও গ্রহণযোগ্য নয়।

ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেছেন যে 'কিভাবে এ সংস্কার হবে তা চূড়ান্ত হয়নি।.. গ্রেডিং সিস্টেম সংস্কারের ব্যাপারে প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পেশ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে (দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৪ ডিসেম্বর ২০০২)। বোর্ড চেয়ারম্যানের এ বক্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে যে গ্রেডিং সংস্কারের বিষয়টি চূড়ান্ত হতে আরো বেশ কিছুটা সময় লাগবে। সে ক্ষেত্রে এটি যদি আসন্ন এসএসসি পরীক্ষার পরে হয় এবং ২০০৩ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের ওপর এর কোনো প্রয়োগ না ঘটে তাহলে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু বিষয়টি যদি এরূপ হয়ে বসে যে, আসন্ন এসএসসি পরীক্ষার আগেই তা চূড়ান্ত করে এ পরীক্ষা থেকেই প্রয়োগ করা হবে, তাহলে এই পরীক্ষার্থীদের প্রতি তা হবে এক চরম অবিচারের সামিল। আমাদের ধারণা যে, শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ ন্যায় বিচারের পরিপন্থী এমন কোনো কাজ অবশ্যই করবেন না। কিন্তু বিষয়টি যেহেতু পত্রপত্রিকার আলোচনায় এসেছে, সে কারণেই বিষয়টি নিয়ে এ সংক্ষিপ্ত আলোকপাত ও বোর্ড কর্তৃপক্ষের প্রতি এ সদস্য সতর্কবাণী উচ্চারণ।

প্রসঙ্গত আবারো বলা প্রয়োজন যে, গ্রেডিং পদ্ধতি সংস্কারে বিলম্ব যখন ঘটেছেই, তখন এ সংস্কার কাজটি বোর্ড কর্তৃপক্ষ যেন পর্যাপ্ত যত্ন ও সতর্কতার সঙ্গেই করেন যাতে এটির প্রয়োগে হাত দিতে না দিতেই তাকে আবার সংস্কারের দাবির মুখে পড়তে না হয়। আর সে ক্ষেত্রে আরো বেশি সতর্কতা প্রয়োজন এ কারণে যে, গিনিপিগ পরীক্ষা-নিরীক্ষা অন্যান্য কোনো কোনো স্থানে হয়তো চললে চলতেও পারে; কিন্তু তাই বলে মাধ্যমিক পর্যায়ের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ওপর তা চালানো উচিত নয় কিছুতেই। আমরা আশা করবো যে, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট অন্যরা বিষয়টিকে পর্যাপ্ত আন্তরিকতার সঙ্গে ও যথেষ্ট গভীর থেকে উপলব্ধির চেষ্টা করবেন।

২৬-১২-২০০২

আবু তাহের খান : প্রাবন্ধিক, কলাম লেখক।